Raja N.L. Khan Women's College (Autonomous)
Sub.: Bengali, Paper- CC8, Sem.- 4th
Teacher : Dr. Bipul Kr. Mandal

# বাংলা নাটক : বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৫ –১৯৭৮)

বাংলা নাটকের ধারায় এক মাইলস্টোন বিজন ভট্টাচার্য। ১৭ জুলাই ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরের খানখানাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিজন ভট্টাচার্য। ১৯৩০ সালে তিনি কোলকাতায় আসেন পড়াশোনার জন্য। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি নানা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, ১৯৪২ সালে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৩৮ সাল থেকে আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি করলেও ১৯৪৪ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন পার্টির কাজ করবার জন্যে। 'অগ্রনী' পত্রিকায় ১৯৪০ সালে তাঁর প্রথম গল্প 'জালসত্ত্ব' প্রকাশ পায়। ১৯৪২ সাল থেকে গণনাট্য সংঘ বাংলায় কজকর্ম শুরু করেছিল; যদিও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (IPTA) ১৯৪৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ২৩ এপ্রিল ১৯৪৩ সালে 'অরণি' পত্রিকায় বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক 'আগুন' প্রকাশ পায়, ঐ বছরের মে মাসে 'আগুন' প্রথম অভিনীত হয়। এই বছরের ২৯ অক্টোবর 'অরণি' পত্রিকায় 'জবানবন্দী' প্রকাশ পায়। ১৯৩৯-৪৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন, ভারতছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৩ নরকসম মহামন্বন্তর। এর মধ্যেই বিজন ভট্টাচার্য ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে চলেছেন নিজের লক্ষ্যে– রচনা করলেন তৃতীয় নাটক 'নবান্ন'। ১৯৪৩ সালে 'নবান্ন', 'অরণি' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ২৪ অক্টোবর ১৯৪৪ সালে 'নবান্নে'র প্রথম অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিজন ভট্টাচার্য ওই সময়েই সর্বজনীন ও সর্বকালীন নাট্যকারের অভিধা লাভ করেন।

* * *

বিজন ভট্টাচার্যের পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি হলো– 'নবান্ন' (১৯৪৪), 'অবরোধ' ১৯৪৭, 'জতুগৃহ' (১৯৬২), 'গোত্রান্তর' (১৯৫৯), 'মরাচাঁদ' (১৯৬২), 'ছায়াপথ', (১৯৬২), 'মাস্টারমশাই' (১৯৬১), 'দেবীগর্জন' (১৯৬৯), 'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৬৬), 'ধর্মগোলা' (১৯৬৭), 'আজ বসন্ত' (১৯৭০), 'গর্ভবতী জননী' (১৯৬৯), 'সোনার বাংলা' (১৯৭১), 'চলো সাগরে' (১৯৭২) ইত্যাদি।

বিজন ভট্টাচার্যের একাঙ্ক নাটকগুলি হলো : 'আগুন' (১৯৪৩), 'জবানবন্ধী' (১৯৪৩), 'মরাচাঁদ' (১৯৪৬), 'কলঙ্ক' (১৯৫০), 'জননেতা' (১৯৫০), 'সাগ্নিক' (১৯৬৮), 'লাস ঘুইর‍্যা যাউক' (১৯৭০), 'চুল্লি' (১৯৭৪), 'হাঁস খালির হাঁস' (১৯৭৭) ইত্যাদি।

বিজন ভট্টাচার্যের রূপক নাট্য : 'স্বর্নকুম্ভ' (১৯৭০),

বিজন ভট্টাচার্যের গীতিনাট্য : 'জীয়ন কন্যা' (১৯৪৮)

* * *

বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক, প্রথম একাঙ্ক নাটক 'আগুন' ১৯৪৩-এর ২৩ এপ্রিল 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৯৪৩ সালের মে মাসে গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় 'নাট্যভারতী' মঞ্চে প্রথম অভিনীত। এই নাটকে মন্বন্তরের প্রথম পর্যায়ের ছবি প্রকাশ পেয়েছে। 'জবানবন্দী' নাট্যকারের দ্বিতীয় একাঙ্ক, ২৯ অক্টোবর ১৯৪৩-এ প্রকাশিত এবং গণনাট্যের প্রযোজনায় ১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে 'স্টার' মঞ্চে অভিনীত। দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় এক গ্রাম্য কৃষক পরাণ মণ্ডলের জীবন-কথাই এই নাটকের মূল বিষয়। নাটকে মোট চারটি দৃশ্য রয়েছে– মহামারী, ক্ষুধা, রোগ ও মৃত্যু। সব হারিয়ে ক্ষুধার জ্বালায় বিপন্ন মানুষের বেদনার মধ্যেই নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে। শহরের ফুটপাতে মৃত্যুমুখী কৃষক পরাণ মণ্ডলের

জবানবন্দী-ই প্রাধান্য পেয়েছে নাটকের শিরোনামে। নতুন করে বাঁচবার আশায় মাঠের কৃষক পরাণ মণ্ডল শহরের ফুটপাতে পড়ে পড়েই মারা যায়। মরা চাঁদ (১৯৪৬) নাটকটি 'ক্যালকাটা থিয়েটার' ১৯৫২ সালে প্রথম অভিনয় করে। এই নাটকে এক সঙ্গীতশিল্পীর মর্মান্তিক বেদনা ও উদ্ধারের কাহিনী স্থান পেয়েছে। অন্ধ সঙ্গীতশিল্পী পবন এবং তার বউ রাধাকে নিয়ে এই নাটকের সূচনা, রাধা অর্থ-বিত্তের মোহে পবনকে ছেড়ে যায়, পবন সঙ্গীতকে আশ্রয় করে হতাশা কাটিয়ে ওঠে। গানই পবনকে নতুন জীবনবোধে উদ্দীপিত করে। 'মরাচাঁদ' পূর্ণাঙ্গ নাটকের রূপলাভ করে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৬৮ সালে। একাঙ্কটিতে মাত্র চারটি চরিত্র ছিলো, পূর্ণাঙ্গ নাটকে বাইশটি চরিত্র নির্মান করেছেন নাট্যকার। 'কলঙ্ক' ১৯৪৬ সালে রচিত, ১৯৫১ সালে অভিনীত। বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলের আদিবাসীদের নিয়ে 'কলঙ্ক' একাঙ্ক তৈরী হয়েছে, আদিবাসী জীবনের সুখ দুঃখ, ব্যাথা-বেদনা, আশা-নিরাশা এই নাটকে স্থান পেয়েছে। বৃদ্ধ মোড়ল, মোড়লের স্ত্রী গিরি, পুত্র মংলা, মংলা বৌ রত্না-এই আদিবাসী জীবনে কলঙ্ক বয়ে আনে রত্না। রত্না সাহেব সৈন্যদের দৈহিক ক্ষুধার শিকার হয়ে অসহায়ভাবে গর্ভধারণ করে সাদা ফুটফুটে সন্তানের জন্ম দিলে 'কলঙ্ক' এর বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করে সবাই। আদিবাসী সমাজ সন্তানটিকে মেরে ফেলতে চায় কিন্তু বৃদ্ধ মোড়ল সবাইকে আসল শত্রু চিনিয়ে দিয়ে যৌথভাবে প্রতিরোধের কথা বলে এবং শিশুটির সব দায়িত্ব গ্রহণ করে সে নিজেই। এখানেই নাটকের সমাপ্তি। এই কাহিনীর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে নির্মিত হয়েছে 'দেবীগর্জন' পূর্ণাঙ্গ নাটকটি।

'জননেতা' একাঙ্কটি ১৯৪৬ সালে রচিত, ১৯৫০ সালে প্রকাশিত। শোষিত মানুষের জীবন যন্ত্রণা এবং অপরদিকে উচ্চকোটী মানুষের মনুষ্যত্বহীনতার দলিল এই নাটক। 'সাগ্নিক' ১৯৬৮ সালে রচিত হলেও অভিনয় বা প্রকাশের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। 'লাস ঘুইর‍্যা যাউক' একাঙ্কটি ১৯৭০ সালে অভিনয় পত্রিকায় প্রকাশিত এবং ক্যালকাটা থিয়েটার ওই বছরই এই নাটক অভিনয় করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে এই নাটক রচিত। এখানে সুরেন ডাক্তার ও জসিমুদ্দিন সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠে মানবমঙ্গলের সেবক হয়েছে। সুরেন ডাক্তার নিজের অজান্তে নিজের সন্তানকে হত্যা করে, পরে সুরেন এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। 'চুল্লি' ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সপ্তাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত। শ্মশানঘাটের চুল্লিকে কেন্দ্র করে নাটকটি রূপায়িত হয়েছে। 'হাঁস খালির হাঁস' ১৯৭৭ সালে 'সপ্তাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত। এটি বিজন ভট্টাচার্যের শেষ নাটক।

* * *

'নবান্ন' বিজন ভট্টাচার্যের লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। বিষয়বস্তু, ভাব, অভিনয় এবং নাট্যপ্রযোজনায় 'নবান্ন' নাটক বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ধারায় যুগান্তসৃষ্টিকারী একটি নাটক। শোষণ ও আকালকে কেন্দ্র করে 'নবান্ন' গড়ে উঠেছে। বাংলার কৃষক সমাজের চলচিত্র এই নাটক। চার অঙ্কে পনেরোটি দৃশ্যে এই নাটকটি সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রথম ও তৃতীয় অঙ্কের ঘটনা মেদিনীপুরে আমিনপুর গ্রামের এবং দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনা কোলকাতা শহরের। এ প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্র বলেছেন, "এই নাটকে কৃষক সমাজের জীবনের দাবিকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে কোনও মিথ্যে নেই, কোনও ছলাকলা নেই"। নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র প্রধান সমাদ্দার এর সংলাপ দিয়েই নাটকের সূচনা হয়েছে। আগস্ট আন্দোলনের ফলে প্রধানে দুই ছেলে শ্রীপতি ও ভূপতি মারা গিয়েছে। প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননী চরিত্রটি সে যুগের মাতঙ্গিনী হাজরার আদলে নির্মিত হয়েছে। এক দিয়ে ইংরেজের 'পোড়ামাটি' নীতি, নিরন্ন মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার, মেয়ে মানুষেরা লজ্জা শরম হারিয়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছে, অন্যদিকে জোতদার কালীধন ধাড়া ও হারু দওদের কালোবাজারী, মজুতদারী ও নারী পাচার-নারী ব্যবসা এদেরকে আরো ধনবান করে তোলে– এইসব চিত্র বাস্তব সম্মতভাবে 'নবান্ন' নাটকে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নাটকের শেষাংশে 'নবান্ন' উৎসবের আয়োজন দেখা যায়, কৃষক রমণীরা আনন্দে গান গাইতে শুরু করে। সমস্ত চক্রান্ত উপেক্ষা করে শ্রমজীবী মানুষের যৌথ লড়াই-ই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছে 'নবান্ন' নাটকে। গণনাট্যের যথার্থ ফসল 'নবান্ন'। যুদ্ধ, মন্বন্তর, মারী, মড়ক, কালোবাজারি, অনাহার মৃত্যু সেদিনের বাঙালি-জীবনের দুঃস্বপ্নগুলি 'নবান্নে' উঠে এসেছে। শুধু কাহিনী বা চরিত্রনয়, মঞ্চভাবনা, সঙ্গীতের ব্যবহার, দৃশ্যপট রচনা সবদিক থেকে 'নবান্ন' অনন্য। শম্ভু মিত্র বলেছেন, "আমরা সবাই জানি যে 'নবান্ন' মোড় ফেরানোর ফলক।"

বিজন ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক 'অবরোধ' শ্রমিক জীবনের দুর্দশার চিত্র এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। ওসমান গজাননের মতো শ্রমিকদের শোষণের চিত্র এবং একই সঙ্গে শ্রমিকদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে এই নাটকে। 'গোত্রান্তর' বিজয় ভট্টাচার্যের অন্যতম সফল নাটক। দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা এই নাটকের বিষয়। দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হরেন মাস্টার কোলকাতায় বস্তি জীবনের বাসিন্দা হয়েছে। তিনি বস্তি জীবনকে মানতে পারেন না, মেয়ে গৌরী বস্তির শ্রমিক কানাইয়ের প্রেমে পড়ে, বিয়েও করে। জোতদাররা সেই বস্তি ভেঙে দিতে চাইলে হরেন মাস্টার সবাইকে নিয়ে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ করে। হরেন মাস্টারের এই রূপান্তর আসলে 'গোত্রান্তর।' 'ছায়াপথ' পূর্ণাঙ্গ নাটকটি কোলকাতার ফুটপাতের দুটি ঝুপড়ির অধিবাসীদের নিয়ে রচিত। এরকম বিষয় বাংলা নাটকে আগে দেখা যায়নি। এক ঝুপড়িতে থাকে এক কানা ও তার বন্ধু খোঁড়া, অন্যটিতে থাকে ভাগ্য বিড়ম্বিত চাষী পরিবার– এদের দুর্দশা অঙ্কনে নাটকটি সমাদৃত। 'দেবীগর্জন' বিজন ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম। বলা হয়, 'কলঙ্ক' নাটকের বর্ধিত রূপ 'দেবীগর্জন'। বীরভূমের সাঁওতাল কৃষকদের আন্দোলনকে গুরুত্ব দিয়েই নাট্যকার 'দেবীগর্জন' রচনা করেছে। নাটকের শেষে মংলার হাতে প্রভঞ্জন খুন হলে হত দরিদ্র সাঁওতাল নারী-পুরুষেরা মুক্ত হয়ে যায়। রত্নার মৃত্যু নাটকে ট্র্যাজিক রসের সঞ্চার করে পাঠক/দর্শক মনে। গ্রাম বাংলার বিশেষ জীবনবোধ ও সমাজ মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে 'দেবীগর্জন' নাটকে। 'জবানবন্দী' থেকে 'নবান্ন', 'নবান্ন' থেকে 'দেবীগর্জন'–এই হলো ক্রম উর্দ্ধমুখী লেখচিত্র। শ্রমজীবী শ্রমিক-কৃষকদের অত্যাচারীকে বিজন ভট্টাচার্য এভাবেই ধাপে ধাপে চিত্রায়িত করেছেন। 'নবান্নে'র কালীধন ও হারুদত্ত যেন 'দেবীগর্জনে' একত্রিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে প্রভঞ্জন সর্দারের মধ্যে। প্রভঞ্জন একাই পাচারকারী, কালোবাজারী ও নারীলোলুপ ভূমিকা পালন করেছে।

'আজ বসন্ত' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতিবোধ এই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। 'সোনার বাংলা' নাটকটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালে রচিত। বিজন ভট্টাচার্যের অপর নাটক 'গর্ভবতী' জননী। এই নাটকে বেদেদের কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকে কোনো অঙ্ক বিভাগ নেই, নাটকে রয়েছে দু'টি অংশ। গর্ভবতী কালীর মৃত সন্তানের জন্মদানকে কেন্দ্র করেই নাট্য ঘটনা পল্লবিত হয়েছে। বেদে জীবনের নানান সংস্কার, রুচি এই নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। ধরিত্রী মাতাই যেন এই নাটকে রূপকার্থে 'গর্ভবতী জননী'র রূপ ধারণ করেছেন। সব মিলে বেদে জীবনের বিশ্বস্ত প্রতিফলন ঘটেছে এই নাটকে।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (IPTA) ও বিজন ভট্টাচার্য একটা সময় পরস্পরের পরিপূরক ছিলো। ব্যক্তিজীবনে বামপন্থী বিজন ভট্টাচার্য সারা জীবন শ্রমজীবী শোষিত নির্যাতিতের জন্য সংগ্রাম করেছেন লেখনি ধারণের মাধ্যমে, অভিনয়ের মাধ্যমে। একসময় গণনাট্যের সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু মননে তিনি সবদিনই ছিলেন বামপন্থী। তার জীবনভর সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে বামপন্থা। 'আগুন' দিয়ে যাত্রা শুরু 'হাঁস খালির হাঁসে' যাত্রা শেষ। বাংলা নাটকের ধারা এবং নাট্য প্রযোজনা নানা ভাবে এই মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী বিজন ভট্টাচার্যের দ্বারা সমৃদ্ধ। বাংলা নাটকে তিনি নতুন ধারার অন্যতম স্থপতি হিসেবে পরিগণিত।

**সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী :**

ক। প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১০ নম্বর।

১. বাংলা নাটকের ধারায় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের অবদান আলোচনা করো।

খ। প্রতিটি প্রশ্নের মান-৫ নম্বর।

১. বিজন ভট্টাচার্যের একাঙ্ক নাটকগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

গ। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ২ নম্বর।

১. বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটকের নাম ও প্রকাশকাল লেখো।

২. বিজন ভট্টাচার্য রচিত গীতিনাট্যটির নাম ও প্রকাশকাল লেখো।

৩. 'নবান্ন' নাটক কবে, কোথায় প্রথম অভিনীত হয়েছিলো ?